প্রথম আলো
20 JAN 2015
০৬ ০২

বাইরের বই কিনতে বাধ্য করছে শিক্ষক সমিতি

মির্জাপুরে বিনা মূল্যের ব্যাকরণ বই পড়ানো বন্ধ

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি ●

সরকার থেকে বিনা মূল্যে ইংরেজি ও বাংলা ব্যাকরণ বই দেওয়া হলেও টাঙ্গাইলের মির্জাপুরের বিদ্যালয়গুলোতে তা পড়ানো হচ্ছে না। উপজেলা শিক্ষক সমিতি তাদের পছন্দমতো বই কিনতে শিক্ষার্থীদের বাধ্য করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সমিতির প্রকাশিত পাঠ-পরিকল্পনায় পুঁথিনিলয় প্রকাশনীর বই ও সহায়িকা (গাইড) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। উপজেলার তিনটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও বই ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, পুঁথিনিলয় প্রকাশনী থেকে মোটা অঙ্কের টাকা অনুদান পেয়েছে উপজেলা শিক্ষক সমিতি। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে প্রকাশনীর কাছ থেকে ১৫ হাজার টাকা নিয়ে মির্জাপুরে সমিতি তাদের বই পাঠ্য করা শুরু করে। বর্তমানে এ টাকার অঙ্ক প্রায় ৪০ লাখ।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জানিয়েছেন, মির্জাপুর উপজেলায় ৫৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় ৩৫ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে [illegible]

গত শনিবার সরেজমিনে দেখা গেছে শহরের বেশ কয়েকটি বইয়ের দোকানে সমিতির নির্ধারিত বই কিনতে শিক্ষার্থীদের ভিড়। তাদের সঙ্গে অভিভাবকেরাও এসেছেন। অনেক দরিদ্র অভিভাবক বইয়ের বেশি দাম শুনেই চলে যাচ্ছেন। কেউ শুধু ব্যাকরণ বই আবার কেউ গাইড কিনে নিচ্ছেন।

মির্জাপুর কলেজের বাংলা বিভাগের প্রভাষক ছানোয়ার হোসেন বলেন, গত শুক্রবার সন্ধ্যায় তিনি ছেলে ও ভাতিজির জন্য দোকানে বই কিনতে যান। কিন্তু দাম শুনেই বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন। পকেটে টাকা না থাকায় বই পরে নেবেন বলে দোকান থেকে বেরিয়ে আসেন।

উপজেলার বইয়ের দোকানগুলোতে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শিক্ষক সমিতির পাঠ-পরিকল্পনা অনুযায়ী পুঁথিনিলয় প্রকাশনীর ইংরেজি ও ব্যাকরণ বই এবং সহায়ক হিসেবে সংসদ গাইড বিক্রি করা হচ্ছে। বাংলা ব্যাকরণ বই ষষ্ঠ শ্রেণির ২৮৫ টাকা, সপ্তম শ্রেণির ৩২৫ টাকা, অষ্টম শ্রেণির ৩৬০ টাকা এবং নবম শ্রেণির ৩৯৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

[illegible] একই প্রকাশনীর পাঠ্য করা ষষ্ঠ শ্রেণির ইংরেজি [illegible] বইয়ের দাম ৩১৫ টাকা। সপ্তম শ্রেণির বই ৩৫৫ টাকা, অষ্টম শ্রেণির বই ৩৯৫ টাকা এবং নবম শ্রেণির বই ৪৮৫ টাকা। এ ছাড়া ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সব বিষয়ের এক সেট সহায়িকার মূল্য নির্ধারিত রয়েছে যথাক্রমে ৮৮০ টাকা, ৯০০ টাকা ও ১ হাজার ১০০ টাকা। নবম শ্রেণির সহায়িকার দাম প্রায় আড়াই হাজার টাকা রয়েছে বলে জানা গেছে।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন বই ব্যবসায়ী জানান, পাইকারি ব্যবসায়ী হিসেবে টাঙ্গাইলের খন্দকার বুক ডিপো, মির্জাপুরের পাকুল্যা বাজারের ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরি ও ধামরাই উপজেলার বালিয়াটি বাজারের একটি বইয়ের দোকান থেকে তাঁদের ১৪ শতাংশ ছাড়ে বই দেওয়া হয়; যা খুচরা পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের কাছে মাত্র ১ থেকে ২ শতাংশ লাভে তাঁরা বিক্রি করেন।

মৈশামূড়া বসন্ত কুমারী উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাজ্জাদ হোসেন বলেন, গত ১১ জানুয়ারি শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান উপজেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ইংরেজি ও বাংলা ব্যাকরণ বই এবং সহায়িকা বইয়ের নমুনা দেখান। মির্জাপুর উপজেলা শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও রশিদ দেওহাটা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাসুদুর রহমান বলেন, শিক্ষক সমিতি কোনো প্রকাশনী থেকে অর্থ নেয়নি। সমিতি থেকে দেওয়া পাঠ-পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীদের ভালো ফলের জন্য কিছু বই কিনতে বলা হয়। শিক্ষার্থীরা তাদের ইচ্ছায় এ বইগুলো কিনছে।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. জাকির হোসেন মোল্লা বলেন, সব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের হাতে সব বই পৌঁছানো হয়েছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) নির্ধারিত বইয়ের বাইরে কোনো বই পড়ানো বেআইনি। বিষয়টি সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আইন না মেনে অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হচ্ছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, কিছু পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। দ্রুত এ অবস্থার পরিবর্তন হবে।